খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায়	:	জনাব সানজিদা বেগম, সচিব (অতি:দা:) খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	:	শহিদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	:	২৭/০৬/২০২৪, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১-১৫ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'গ'

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন জনাব সানজিদা বেগম, সচিব (অতি: দায়িত্ব)। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনায় উপস্থিত সকলের পর্যায়ক্রমে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে সচিব (অতি: দায়িত্ব) বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এখন থেকে ট্রেড লাইসেন্স অন লাইনে দিতে পারবে, মাননীয় মেয়র মহোদয় অদ্য এ সভায় সেটার আজ এখন উদ্বোধন করবেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় নির্দেশনায় এ বিষয়ে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি সকলের উপস্থিতিতে কর্মসূচি অনুযায়ী কম্পিউটারে বাটন টিপে অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেমটির শুভ উদ্বোধন করেন। গত বছর থেকে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে কেসিসি'র সকল সেবা অন লাইন সিস্টেমে আনার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গরুর হাটের হাসিল অনেক দিন ধরে অন লাইনে দেয়া হয়ে থাকে। এরপর ইজিবাইক লাইসেন্স অন লাইনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা আনুমানিক ২৫০০০'র মত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। আগে মানুষ ট্রেড লাইসেন্স নতুন নেয়ার জন্য একটা ফরম নিতেন, সেটা পূরণ করে নগর ভবনের ৫ম তলায় জমা দিলে ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী একটা বিল করে দেয়া হতো এবং ব্যাংকে গিয়ে টাকা জমা দিলে রিসিভ দেখে তাকে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হতো। ফলে তাকে কেসিসিতে কয়েকবার আসা লাগতো। অন লাইন সিস্টেমে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান চালু হওয়ায় এখন থেকে ঘরে বসেই একজন ব্যবসায়ী ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা বিকাশে, নগদে বা রকেটে টাকা জমা দিয়ে আবেদন করতে পারবে এবং কেসিসি তা যাচাই-বাছাই করে আবেদন Approve হয়েছে মর্মে অন লাইনে নোটিফিকেশন পাঠাবে। তারপর সে ডাউন-লোড করে অন লাইন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে পারবে এবং সেটা দিয়েই তার ব্যবসা চালাতে পারবে। ট্রেড লাইসেন্স এর জন্য তাকে কেসিসিতে আসা লাগছে না এবং ব্যাংকেও তাকে যেতে হচ্ছে না। এভাবে মানুষের কষ্ট লাঘব করা হবে। এ বিষয়ে কিভাবে অন লাইনে ট্রেড লাইসেন্স পেতে পারে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য তিনি আই.টি ম্যানেজার-কে অনুরোধ জানান।

জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক, আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার জন্য ঘোষণা দেন এবং আমাদের দেশ ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত হবে। তারই ধারাবাহিকতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মানুষের কষ্ট কমানোর জন্য সেবা কার্যক্রম নাগরিকদের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য অন লাইন সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কথার সাথে একমত পোষণ করে তিনি বলেন, আগে ট্রেড লাইসেন্স করতে মানুষকে কয়েকবার কেসিসিতে আসা লাগতো এবং ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যেতে হতো। অন লাইন সিস্টেম চালু হওয়ায় মানুষ সহজেই বাড়ি বসেই ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবে। ট্রেড লাইসেন্স নতুন হোক আর নবায়ন হোক কিভাবে অন লাইন সিস্টেমে ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে এবং পেমেন্ট করতে হবে তা সংক্ষেপে তিনি প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্ক্রীনে প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, প্রথমে কেসিসির ওয়েব সাইটে "খুলনা সিটি.কম.বিডি" অপশনে ঢুকতে হবে। সেখানে হোল্ডিং ট্যাক্স / ট্রেড লাইসেন্স দুটো অপশন দেয়া আছে। সেখানে ক্লিক করে কিভাবে আবেদন করতে হবে সে বিষয়ে প্রেজেন্টশনে তিনি দেখান। প্রথমে ওয়েব সাইটে ঢুকে একটা Account Creat করবে, তার NID কার্ড, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল Address দিয়ে রেজিষ্টেশন করে নিবে। এরপর তার মোবাইলে একটা OTP নম্বর (পাসওয়ার্ড) যাবে। ওয়ান টাইম এই পাসওয়ার্ড পাঠানোর পরে সে তার মোবাইল নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে তার Account টা লগিং করবে। অত:পর আবেদন তৈরি করার জন্য একটা ঘর আসবে। সংক্ষেপে মানুষ যাতে কাজ

করে বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য প্রথমে নাম, NID কার্ড, ছবি চাওয়া হয়। ছবিটা আপলোড করতে হবে। ভাড়ার ক্ষেত্রে ডিডের কপি প্রয়োজন, নিজস্ব বাড়ী / প্রতিষ্ঠান হলে হোল্ডিং ট্যাক্সের রশিদ দিতে হবে। এখানে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ঠিকানা দিতে হবে। আর সে কোন্ ধরনের ব্যবসা করতে চায় তা সিলেক্ট করে তার উপর ক্লিক করতে হবে। সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা শুরুর তারিখ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অন লাইনে সাবমিট করবে। এভাবে তার আবেদনটা সফল হবে। এরপর কেসিসি'র লাইসেন্স অফিসার বিষয়টি ঠিক আছে কিনা পরিদর্শন করবেন। আবেদনটি ঠিক না থাকলে সেখানে বসে তিনি অনলাইনে ঠিক করে দিবেন। এসব অপশনগুলোর প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা করে SMS যাবে। যদি আবেদনটি Approval হয়ে যায় তবে "কেসিসি হতে অফিসিয়ালী অনুমোদন হয়েছে" মর্মে গ্রাহকের কাছে SMS যাবে এবং পেমেন্ট করার জন্য বলা হবে। তখন সে তার Account-এ ঢুকে সবুজ বাটন দেখতে পাবে। Account-এ Online Platform এবং Offline Platform দুটো অপশনই দেখা যাবে। ঘরে বসে পেমেন্ট করলে Online Platform-এ ক্লিক করতে হবে এবং ম্যানুয়ালী পেমেন্ট করতে চাইলে Offline Platform-এ ক্লিক করতে হবে। যেটাতে পেমেন্ট করতে চায় সেটাতে ক্লিক করলে বিলের Amount দেখতে পাওয়া পাবে। এরপর পেমেন্ট করার ফলে অন লাইন থেকে ব্যবসায়ী তার ট্রেড লাইসেন্স ডাউন-লোড করে নিতে পারবে। এটা একপে'র মাধ্যমে বিকাশ, নগদ, রকেট ইত্যাদি অন লাইনে পেমেন্ট করলে কোন টাকা কর্তন করা হবে না।

ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি বলেন, খুলনাকে গ্রিন সিটি করতে হলে গাছ রোপন করতে হবে। গাছ কেন রোপন করতে হবে পরিবেশ রক্ষায় তা তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তি সভায় তুলে ধরেন। খুলনা অঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষগুলো রোপন করতে হবে। কেসিসি'র পক্ষ হতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫০০০(পাঁচ হাজার) বৃক্ষ রোপন করা হবে মর্মে ৩য় সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবেশের ক্ষতিকর বৃক্ষ ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি বা একাশিয়া, বোতল ব্রাশ ইত্যাদি ক্ষতিকর বিদেশী গাছ রোপন করা যাবে না এবং তা পূর্বে লাগানো থাকলে অপসারণ করতে হবে। গাছ লাগানোর পরে সেগুলো যাতে বেঁচে থাকে তার গুরুত্ব দিতে হবে, এ জন্য সংরক্ষণ ও পরিচর্চার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর একটা বিষয় হলো গাছ লাগানোর পরে অর্ধেকের বেশি গাছ টিকে থাকে না। এ বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশদভাবে উত্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, ছাদ-বাগানে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তাতে কয়েক বছরের মধ্যে শহরে ব্যাপক পানি সংকট দেখা দিতে পারে। ছাদ বাগান একান্তভাবে করতে হলে রি-সাইকেল পদ্ধতিতে পানির ব্যবহার করতে হবে।

জনাব সানজিদা বেগম, সচিব (অতি: দায়িত্ব), কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আগামি অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তুত করা হচ্ছে। কেসিসি'র বাজেট বা বৃক্ষরোপন সম্পর্কে যদি কারো কোন মতামত বা কিছু বলার থাকে তবে তা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি, খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি জনাব শরীফ আতিয়ার রহমান বলেন, যেহেতু খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে সেহেতু কেসিসিতে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম চালু হওয়ায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একধাপ এগিয়ে গেল। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সবার শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান না, কেউ শিক্ষিত, আবার কেউ কম শিক্ষিত বা শিক্ষিত না, অথচ ব্যবসা করে। অন লাইন সিস্টেম সম্পর্কে সব ব্যবসায়ীরা বুঝবেন না। তাই কেসিসিতে যদি অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পৃথক টেবিল থাকে তবে ব্যবসায়ীদের জন্য খুব সুবিধা হবে।

জনাব সানজিদা বেগম, সচিব (অতি: দায়িত্ব) বলেন, কেসিসি'র ট্রেড লাইসেন্স শাখায় তিনটি "হেল্প ডেস্ক" বসানোর জন্য ইতোমধ্যে ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হবে।

কৃষিবিদ জনাব পঙ্কজ কান্তি মজুমদার, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা বলেন হাদিস পার্কে বয়স্ক নারী-পুরুষ এবং শিশুরা হাটে এবং তার কাছে মনে হয় এ পার্কটি খুলনার প্রাণ। খুলনা সিটি কর্পোরেশন যতগুলো ভাল কাজ করেছে হাদিস পার্ক অন্যতম সেরা এবং মাননীয় মেয়র মহোদয় পরবর্তীতে এ পার্কের মাধ্যমে

বেঁচে থাকবেন। এ পার্কে যারা প্রথমে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপন করেছেন, এখন কিন্তু সেখান থেকে বিষয়টি একটু সরে যাচ্ছে। পার্কের সামনের দিকে রুদ্র পলাশের ছবিসহ এবং পশ্চিম পাশের সুরত সেনাসহ পরিবেশের বিষয়ে কৃষিবিদ মৃত্যুঞ্জয় রায় "প্রথম আলোতে" যেভাবে লেখালেখি করেন তাতে সারা দেশের লোক হাদিস পার্ক চেনে। সাম্প্রতিককালে অনেক গাছ রোপন করা হচ্ছে। পার্কটি খুব একটা বড় না। এর মধ্যে একটা অংশ পুকুর, এরপর আছে শহীদ মিনার এবং এর ভিতরে চারিদিকে হাটার জন্য রাস্তা আছে, তাতে পার্কের বেশি জায়গা থাকে না। সেখানে নতুন চারাসহ ৬৩টি আমগাছ আছে। এটা তো আম বাগান না। তাই এখন এ ধরনের অনেক গাছ অপসারণ করতে হবে এবং সেখানে অনেকগুলো গাছ লাগানো যাবে। মেয়র মহোদয় সেখানে অর্জুন গাছ লাগিয়েছেন। তিনি মহুয়া, আশফল, কাজু বাদাম, গেউয়া, সফেদা, লটকন ইত্যাদি ছোট গাছ লাগানোর প্রস্তাব রাখেন। এছাড়া শিশু হাসপাতালের পিছনে পার্কের পূর্ব পাশে বড় গাছ অপসারণ করে সেখানে হরিতকি গাছ লাগানো যেতে পারে মর্মে মতব্যক্ত করেন। তিনি বোম্বে থাকাকালীন যখন পার্কে বসে থাকতেন তখন সেই সুদূর থেকে হাদিস পার্কের কথা মনে পড়ে যেত এবং মনে একটু শান্তি পেতেন। তিনি পার্কের মধ্যে গাছগুলোর নাম বাংলায় লেখার পরামর্শ প্রদান করেন। হাদিস পার্কটির সৌন্দর্যসহ সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ লিয়াকত হোসেন, প্রধান শিক্ষক, পিডব্লিউডি স্কুল, খুলনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে CLCC কমিটির সদস্য হিসাবে মেয়র মহোদয়ের অবগতির জন্য বলেন যে, গত সভায় দেখা গেছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৪০(চল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। অথচ ১৬ এবং ১৭নং ওয়ার্ডে উক্ত বাজেট বিষয়ে কোন উন্নয়ন হয়নি এবং উক্ত ওয়ার্ড দুটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে। তাই এবার যাতে ১৬ ও ১৭ নং ওয়ার্ড যেন বাজেটে বরাদ্দ পায় তার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে বাচ্চাদের সুপেয় পানির ব্যবস্থা হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যাতে সদয় বিবেচনা করা হয় তার ব্যবস্থা হিসেবে অল্প কিছু বাজেট রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

জনাব এনামুল হক বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক, আব্বাস উদ্দিন একাডেমি, খুলনা বলেন, হাদিস পার্ক খুলনার জন্য একটি আইকোন। সেখানে একটি সুন্দর জলাশয় রয়েছে। জলাশয়ের বা বিলের পাশে হিজল গাছ লাগালে তার ফুলে আবেদনময় সুন্দর একটি গন্ধ পাওয়া যায়। এ প্রজন্ম হিজল গাছ সম্পর্কে জানেও না। তাই হাদিস পার্কে এ গাছ লাগানোর অনুরোধ করেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে মানুষের কাছে তাদের একটি দায়বদ্ধতা আছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখার মাধ্যমে সারা খুলনা ব্যাপি এক সপ্তাহ জুড়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপন করার প্রস্তাব করেন এবং পরবর্তীতে তিনি হাদিস পার্কে এসে সেটার সমাপনী অনুষ্ঠান করতে চান। এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করার অনুরোধ জানান। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে খসড়া প্রস্তাবনা দেয়া হবে এবং তা পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন। এছাড়া আরেকটি বিষয় হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানবিক পরিবেশ খুবই জরুরি। সৃজনশীল আগামী প্রজন্ম গড়তে হলে ছোট বেলা থেকেই শিশুদেরকে সৃজনশীল শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে এবং সিটি কর্পোরেশন সেটা আন্তরিকতার সাথে বিবেচনায় নিবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন।

জনাব জিয়াউর রহমান, এশিয়া রেজিলিয়েন্ট সিটিজ প্রজেক্ট, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য তিনি জানান যে, গত ০৫/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মেয়র মহোদয়ের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু করা হয়েছে। এশিয়া রেজিলিয়েন্ট সিটিজ প্রকল্পের অধীনে এ বছর বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১০(দশ) হাজার গাছ লাগানো হবে। পরিবেশের জন্য দেশীয় উপযুক্ত গাছ যেখানে যে ধরণের লাগানো প্রয়োজন সেখানেই বিশেষজ্ঞদের মতামত/পরামর্শের ভিত্তিতে গাছ লাগানো হবে। বৃক্ষরোপনের জন্য ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্থানের তালিকা সম্মানিত কাউন্সিলরগণের নিকট হতে জমা হয়েছে এবং সময়মত আমরা তা পেয়ে যাব। তবে শুধু গাছ লাগালেই হবে না বা গাছের সংখ্যা বললেই হবে না, গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাতে জীবিত থাকে বা তার প্রাণ নিয়ে নগরবাসীকে অক্সিজেন দিতে পারে সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ের লোকজনকে সম্পৃক্ত করে সবাইকে নিয়ে গাছের রক্ষণাবেক্ষণ/তদারকি/মনিটরিং এর দায়িত্বে তারা থাকবেন মর্মে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন। এতদব্যতিত নগর স্বাস্থ্য বিষয়ে এডিবি ডোনার ফান্ডের প্রজেক্ট "সূর্যের হাসি ক্লিনিক" বন্ধ হয়ে গেছে বিধায় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কিছু বাজেট দিয়ে যদি সূর্যের হাসি ক্লিনিক চালু রাখা যায় তবে গরীব মানুষের জন্য খুবই ভাল হয়। বিষয়টি বাজেট বিবেচনায় রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

জনাব এস,এম জাহিদ হোসেন, খুলনা ব্যুরো প্রধান, বাসস বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা '২৪ এর পরে খুলনা শহরে মাত্র ৮ ঘন্টায় কোরবানির বর্জ্য ক্লিনিং হয়েছে। মেয়র মহোদয় নিজে এ বিষয়ে তত্বাবধান করেছেন। এ জন্য তিনি তাঁকে এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পরিবেশগত কারণে ও কেসিসি'র ইনেশিয়েটিভ নেয়ার কারণে মশার উপদ্রুপ কমে গেছে। এ জন্য তিনি কেসিসিকে আরো ধন্যবাদ জানান। তবে মশার উপদ্রুপ দূরীকরণে তিনি আগামি বাজেটে আরো বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আরো বলেন, শের-ই-বাংলা রোডে সন্ধ্যা বাজার থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ফোর-লেন রাস্তায় আইল্যান্ডে লাগানো গাছ তদারকির অভাবে অনেকগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। খুলনাকে গ্রিন এবং স্মার্ট সিটি করতে হলে যারা পরিবেশ বিষয়ে কাজ করেন এবং কৃষিবিদ মনোজ দাদাসহ আরো কৃষিবিদদের পরামর্শ নিয়ে গাছ লাগালে খুলনাকে গ্রিন সিটিতে পরিণত করা সহজ হবে।

জনাব শেখ হাজিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ ও সভাপতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি কেসিসি, ইউক্লিপটাস, আকাশমনি, মেহগনি ইত্যাদি বিদেশী ক্ষতিকর গাছ এদেশে কিভাবে এলো সে বিষয়ে পেরু গোপাল সাহেবের কাছে মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে চান। এ গাছগুলো শুধু অপকারী কিনা অথবা এসব গাছের কোন উপকার আছে কিনা যেমন মেহগনি গাছের ফলের বিচি গুড়া করে খেলে ডায়াবেটিস এর উপকার হয়। খুলনার পরিবেশ ভাল করতে হলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। গাছ রোপন করে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা দরকার। রাস্তা সম্প্রসারণে এক সময় যশোর রোডের গাছ শিল্পী সুমন চট্টপধ্যায়ের কারণে কাটতে পারে নাই। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন বাড়ির গাছ কাটতে হলে সিটি কর্পোরেশনের পারমিশন বা সার্টিফিকেট দরকার হয়। সেখানে ইচ্ছামত গাছ কাটা যায় না। আগে বাপ-দাদার জায়গা-জমি ৫/৬ বিঘা ছিল, তা ভাগ হতে হতে ৩/৫ কাঠার ছোট প্লট হয়েছে এবং অল্প জায়গায় বাড়ি তৈরি হয়েছে। যার ফলে বাড়ির পাশে ৩ফুট জায়গা বাদ রেখে বাড়ি তৈরি না করে পুরো জায়গা জুড়ে বাড়ি করেছে। ফলে বাড়ির পাশে গাছ রোপন করার কোন জায়গা থাকে না। পাকিস্তান আমলের বাড়ি বাদে খুলনায় যত বাড়ি তৈরি হয়েছে সেগুলোর বাড়ির পাশে গাছ লাগানোর জন্য কোন জায়গা খালি নাই। যারা গাছ লাগাচ্ছে বা এ কাজে অর্থায়ন করছে যেমন ব্রাক, নবলোক। নবলোক তাকে ৬৮টি গাছ রোপনের জন্য দিয়েছে। তার মধ্যে তিনি কবি জসিম উদ্দিনের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে হিজল তমাল গাছের অনুসন্ধান করেন। এসব গাছ লাগানোর সিস্টেম জানা দরকার এবং গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা দরকার। সকলে মিলে গাছের তদারকি করলে খুলনা নগরীকে গ্রিন সিটিতে পরিণত করা যাবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫, কেসিসি বলেন, মক্কা মদিনা থেকে হজ্বব্রত পালন শেষে আজ ভোর সাড়ে তিনটায় খুলনার বাড়িতে পৌঁছেছেন। সেখানে বালুময় মরুভূমি, তথাপিও বাংলাদেশ থেকে নিম গাছ ও শিরিশ গাছ নিয়ে লাগানো হয়েছে। মদিনাতে এত সুন্দর সিস্টেমে পরিকল্পিতভাবে পানির পাইপ সেট করে প্লান্টেশন করে সেই গাছ লাগানো হয়েছে। দৈনিক দুইবার গাছগুলোতে অটো পানি আসে। তদ্রুপ নগরায়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে খুলনায় বৃক্ষরোপন করা দরকার। তাহলে আগামি প্রজন্মের জন্য খুলনাকে গ্রিন সিটিতে পরিণত করা সহজ হবে। এর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলেই সাথে থেকে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করতে হবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৮ ও সভাপতি, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি, কেসিসি বলেন, খুলনার ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ দিনের দাবী অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেমটি চালু করা। আজ অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স উদ্বোধন হয়েছে, এ জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে তিনি ধন্যবাদ জানান। ট্রেড লাইসেন্স সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন যে শুভ উদ্যোগ নিয়েছে তার বাস্তবায়নের জন্য যে প্রক্রিয়া আছে সে প্রক্রিয়াগুলো (অন লাইন সিস্টেম) যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে না। ওয়ার্ড অফিসে বার্থ রেজিস্ট্রেশনের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন লাইন বা ওয়াই-ফাই লাইন আছে। নাগরিকরা প্রত্যয়ন নেয়ার ক্ষেত্রে হাতে লেখা প্রত্যয়ন পছন্দ করে না। তখন বাইরে থেকে কম্পিউটারে টাইপ করে আনতে বলা হয় অথবা বার্থ রেজিস্টারকে বসিয়ে রেখে প্রত্যয়ন করে দিতে হয়। তাই তার প্রস্তাব হলো প্রতিটি ওয়ার্ড অফিসে ওয়ার্ড সচিবের জন্য পৃথক একটি কমপ্লিট কম্পিউটার সেট প্রদান করতে হবে। তাতে প্রত্যয়নসহ আনুসাংঙ্গিক বিষয় এবং অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স সুবিধা ওয়ার্ড সচিবের নিকট থেকে নেয়া সম্ভব। তাই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য মেয়র মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো পরিবেশ। তিনি

আরো বলেন, তার নিজের ৪/৫টা বাড়ির মধ্যে একটি বাড়িতেও গাছ লাগানোর জায়গা নেই। পরের জায়গায় গাছ লাগানো যাবে না, তাহলে সিটি কর্পোরেশনের কতটুকু জায়গা আছে। বর্তমানে যানবাহন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতিটি রাস্তা প্রশস্ত করতে হয়েছে। বাড়ির পাশে ড্রেন এবং ড্রেন টু ড্রেন রাস্তা, সেখানেও গাছ লাগানোর জায়গা নেই। জায়গা আছে অন্যান্য সংস্থার যেমন-স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের। সেই সব প্রতিষ্ঠান সবাই এগিয়ে এলে খুলনা শহর এমনিতেই গ্রিন সিটিতে পরিণত হয়ে যেত। তাই সাংবাদিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ শুধু সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে খুলনাকে গ্রিন সিটি করা সম্ভব না। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের বিষয়ে সচেতনমূলক লেখনীর মাধ্যমে বৃক্ষরোপনের বিষয়ে ফুটিয়ে তুললে খুলনা সহজে গ্রিন সিটি হয়ে যাবে। বাজেট বিষয়ে তিনি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবস্থানগত জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা না চাপিয়ে যে সকল খাত থেকে ট্যাক্স আদায়যোগ্য সে সকল নতুন খাত উপস্থাপন করে তাদের মাধ্যমে কেসিসির আয় বৃদ্ধি করে খুলনা নগরীর উন্নয়ন কর্মকান্ড আরো গতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগে এ্যানালগ পদ্ধতিতে ট্যাক্স আদায় করা হতো এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন আদায়কারী আছে। এখন বাড়ি বাড়ি যেয়ে তাদেরকে ট্যাক্স আদায় করতে হয় না এবং তাদের কাজের চাপ কমে গেছে। তারা প্রত্যেক ওয়ার্ডের অলি-গলি চেনে বিধায় ওয়ার্ডে যাদের একতলা বাড়ি ছিল, এখন ৫/৬ তলা হয়ে গেছে তাদের তালিকা, যারা নতুন বাড়ি নির্মাণ করছে তাদের তালিকা এবং ওয়ার্ডে কতটি ক্লিনিক, কতটি কোচিং সেন্টার বা কয়টি বাড়ি সম্প্রসারণ হচ্ছে তার তালিকা তৈরি করে কেসিসিতে জমা দেয়ার কাজটি ৩১জন আদায়কারী দিয়ে করানোর জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি সুপারিশ করেছে। এতে কেসিসির আয় বৃদ্ধি পাবে। সিটি কর্পোরেশন জনকল্যাণমূলক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এটা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। তাই সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ভর্তূকিমূলক বাজেট হতে হবে, উদ্বৃত্ত বাজেট হওয়ার সুযোগ নেই। সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে সিটি কর্পোরেশনের কাজের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও সড়ক বাতি, ড্রেন ইত্যাদি মূল কাজ। সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে কেসিসি ড্রেন উন্নয়ন ও সড়ক ব্যবস্থায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তবে প্রতিটা ওয়ার্ডে সড়ক বাতির ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিভিন্ন রোডে পোল সরানোর কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। তাই তিনি আগামি বাজেটে রোড, ড্রেন সংস্কারের সাথে সাথে সড়ক বাতি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এ্যাড. মোঃ মাসুম বিল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিয়াম, বলেন, খুলনা শহরে সবগুলো ড্রেনের উপর পাকা স্লাব নির্মাণ করে ঢেকে দেয়া হচ্ছে, এতে ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা পড়বে না। কিন্তু ড্রেনের তলা পাকা করা হচ্ছে বিধায় শহরে মাটির নিচে পানি যেতে পারবে না। ফলে এতে পানি রিচার্জ হবে না। অপর দিকে পানির লেয়ার নিচে নেমে গেছে। তাই ড্রেনে কিছু দূর অন্তর অন্তর (১০ ফুট বা ৫০ ফুট) গর্তের মত জায়গা রেখে দিলে পানি মাটির সাথে সংযোগ পাবে এবং পানি মাটির নিচে যেতে পারবে। তাছাড়া শহরের রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ড্রাম দিয়ে ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। তবে ড্রামের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি বাজেটে বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানান।

জনাব জেসমিন পারভীন জলি, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০, কেসিসি বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ এ দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার এলাকায় মতিয়াখালী থেকে দারোগা লিষ্ট জোন রোডসহ পশ্চিম টুটপাড়া অর্থাৎ ২৮, ৩০ ও ৩১ এ তিনটি ওয়ার্ড সন্নিবেশিত খুলনার সবচেয়ে বড় ড্রেনগুলো দুই রোডের সাইড দিয়ে হওয়ায় শহরের অনেক পলিথিনে ময়লা ভরে যায়। এগুলো পরিষ্কার করলেও ১৫ দিনের মধ্যে আবার ভরে যায় এবং অনেক পঁচা দূর্গন্ধ হয়। এছাড়া রাস্তার পাশে ইট, বালি রেখে ব্যবসা করে। কোন মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না। সরিয়ে নেয়ার জন্য মাইক এ্যালাউন্স করলে রাতের মধ্যে সব সরিয়ে নেয় এবং সকালে কিছুই পাওয়া যায় না। এভাবে বিস্তর ব্যবসা চলতে থাকে। তাই হঠাৎ করে মোবাইল টিম পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা করতে পারলে হয়তো রাস্তার পাশে ইট, বালির ব্যবসা বন্ধ হবে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

জনাব আবির উল জব্বার, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেন, কেসিসি'র পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ বছর খুলনা শহরে কেসিসি ও সরকারি পক্ষ থেকে ৫,০০০(পাঁচ হাজার) বৃক্ষরোপন করা হবে। এছাড়া এশিয়া রেজিলিয়েন্ট সিটিজ (ARC) প্রজেক্টে আরো ১০,০০০(দশ হাজার) বৃক্ষ এ বছরেই রোপন করা হবে। পরের বছরে এর পরিমাণ আরো বাড়বে। আর একটা এনিজও'র সাথে কথা বলা হয়েছে, তারা এই বৃক্ষেরই একটা প্রোফাইল তৈরি করবে যেমন-যে গাছটা লাগানো হবে সেই গাছের ডিটেইলস তার সফটওয়্যারে থাকবে এবং টাইম টু টাইম

প্রতিমাসেই সেটা আপ-ডেট হবে। গাছটা মারা গেল কিনা, কে লাগালো, কতটুকু বড় হয়েছে বা মোটা হয়েছে, পরিচর্যার কি অবস্থা এক নজরে মেয়র মহোদয় কম্পিউটারে তা দেখে নিতে পারবেন। এই দশ হাজার গাছের বর্তমান অবস্থা ডিজিটাল ফরমে আনা হবে মর্মে তিনি পরিকল্পনার কথা সভাকে অবহিত করেন। নগর ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা বিষয়ে গতকাল স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব স্যারের নেতৃত্বে একটি সভা হয়েছে। সেখানে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য CLCC'র আদলে আর একটি কমিটি গঠন হতে যাচ্ছে। সেটা সম্ভাবত আগামি মাস থেকে শুরু হবে। সেখানে বিভিন্ন নগর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে এবং সুপারিশ দেয়া যাবে। এটা সরাসরি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ে যখন সুপারিশ পাঠানো হবে তখন মন্ত্রণালয় আবার সব সিটি কর্পোরেশনের তথ্য একীভূত করে জাতিসংঘে প্রেরণ করবেন যা SDG অর্জনে ভূমিকা রাখবে। ২০৩০ সালে Sustainable Development Goal (SDG)-এ পৌঁছাতে হলে এই সুপারিশগুলো ঐভাবেই বাস্তবায়ন হবে। এটাও আমাদের একটা বড় পাওনা। প্রত্যেক শহরে জন্য এ কাজে প্লানিং দরকার। আগে এস্টিমেট/টেন্ডার করা হয় এবং পরে কাজ করা হয়। কিন্তু নিয়ম হলো আগে প্লান করা, এরপর ধাপে ধাপে পরে কাজ বাস্তবায়ন করা, কিন্তু তা হয় না। প্রত্যেক শহরে এই অবস্থার কারণে এসব সমস্যার সমাধানের জন্য বড় একটা কমিটি গঠন হতে যাচ্ছে মর্মে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট এর আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে :

(১) হাউজিং এস্টেট ব্লক-বি, রোড নং-৩-বাস্তহারা (ওয়ার্ড নং-৯)
(২) হাউজিং সি-ব্লকের রোড নং-৭ এর উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-৯)
(৩) হাউজিং ডি-ব্লকের রোড নং-৭ এর উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-৯)
(৪) মুজগুন্নি আবাসিক এলাকার ১৫নং রোড এর উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-১৪)।
(৫) পালপাড়া মেইন রোড (ওয়ার্ড নং-১৫)
(৬) বয়রা মেইন রোডের বাকি অংশ (লোকষ্ট কলোনি গেট থেকে মুজগুন্নি মহাসড়ক পর্যন্ত) (ওয়ার্ড নং-১৭)
(৭) বয়রা আর্ট কলেজ রোড মেরামত (ওয়ার্ড নং-১৭)
(৮) ইসলামপুর রোড মেরামত (শান্তিধামের মোড় হতে আরাফাত মসজিদ পর্যন্ত) (ওয়ার্ড নং-২৭)
(৯) দফাদার পাড়া মেইন রোড ড্রেনসহ মেরামত (ওয়ার্ড নং-৫)
(১০) নিউ মার্কেট বাজার রোড মেরামত (ওয়ার্ড নং-১১)
(১১) নিরালা আ/এ ২২নং রোড (ওয়ার্ড নং-২৪)
(১২) নিরালা আ/এ ১৯নং রোড (ওয়ার্ড নং-২৪)
(১৩) মতিয়াখালী মেইন রোড (ওয়ার্ড নং-৩১)
(১৪) ক্ষেত্রখালী পূর্ব খাল পাড় রোড (ওয়ার্ড নং-৩১)
(১৫) ক্ষেত্রখালী পশ্চিম খাল পাড় রোড (ওয়ার্ড নং-৩১)
(১৬) মতিয়াখালী খালপাড় রোড (হাইস্কুল হতে ওয়েস্ট সার্কুলার রোড পর্যন্ত) (ওয়ার্ড নং-২৮)
(১৭) বি,কে রায় রোড ও শেরে বাংলা রোড সংযোগ সড়ক (শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয় রোড) (ওয়ার্ড নং-২০)
(১৮) কেশব লাল রোড (ওয়ার্ড নং-০৬)
(১৯) খালিশপুর ২৭২ নং রোড (ওয়ার্ড নং-১০)
(২০) দিঘীর পূর্ব পাড় বাইলেন মেরামত (মহিলা মাদ্রাসার বিপরীত পাশে) (ওয়ার্ড নং-০১)
(২১) দিঘীর পশ্চিম পাড় মেইন রোড মেরামত (ওয়ার্ড নং-০১)
(২২) দিঘীর পূর্ব পাড় মেইন রোড ড্রেনসহ মেরামত (ওয়ার্ড নং-০১)
(২৩) শেখপাড়া বাজার মেরামত
(২৪) মুজগুন্নি বাস্তুহারা বাজার মেরামত
(২৫) ময়লাপোতা কেসিসি সন্ধ্যা বাজার

জনাব এস, এম, রফিউদ্দিন আহম্মেদ, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭, কেসিসি বলেন, দীর্ঘক্ষণ ধরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৃক্ষরোপন বিষয়ে আলোচনা হলো। তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে অধিকাংশ খুলনাবাসী খুব বিরক্ত। সকলেই এ বিষয়ে মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেছেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী খুলনা নগরকে সুন্দর করার জন্য চীফ প্লানিং অফিসার জনাব আবির উল জব্বার এর আন্তরিকতার কোন অভাব নাই। তিনি পরিকল্পিত নগরায়ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, এডিবি'র বরাদ্দ থেকে এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু অংশ স্লাব হবে এবং কিছু অংশ স্লাব হবে না এরকম হলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মূল কথা হলো নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং যার যার অবস্থান থেকে সচেতন হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে খুলনাকে গ্রিন সিটি এবং পরিকল্পিত নগরায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন।

মেয়র মহোদয় বলেন, ইতোমধ্যে গত বছরে হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স করতে গিয়ে নাজেহাল হয়। সেজন্য এ বছর থেকে ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ও অনলাইনে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। সাধারণ মানুষ যারা অন লাইনে ট্রেড লাইসেন্স করা বুঝবে না তারা অফিসে এসেও করতে পারবে। অন লাইন সিস্টেমে ট্রেড লাইসেন্স করতে পারলে দূর্নীতি অনেক কমে যাবে। জনগণের সুবিধার্থে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ জমা দেয়া এবং অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স কপি নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই আজ কম্পিউটারে বাটন টিপে শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম চালু করা হলো। অন লাইন সিস্টেমে ট্রেড লাইসেন্স সম্পর্কে কারো কোন সমস্যা হলে ঐ দপ্তরের কর্মকর্তা সেটা সমাধান করবে। তিনি আরো বলেন, কেসিসি'র আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে যতদূর সম্ভব আগামি বাজেটে বৃক্ষরোপন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ রাখা হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তিনি কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট এর আওতায় উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	খুলনাকে গ্রিন সিটিতে পরিণত করার জন্য কেসিসি'র পক্ষ হতে এবছর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ৫,০০০(পাঁচ হাজার) বৃক্ষরোপন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্চা বিষয়ে যতদূর সম্ভব আগামি বাজেটে (২০২৪) বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া এশিয়া রেজিলিয়েন্ট সিটিজ (ARC) প্রজেক্টে এবং অন্যান্য এনজিও এর মাধ্যমে খুলনা শহরে বৃক্ষ রোপন করা হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা বা ড্রেনের উন্নয়ন/সংস্কার এবং চলমান উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে সরানো বৈদ্যুতিক পোল মেরামত ও অন্যান্য সার্বিক বিষয়ে বাজেট সম্পর্কে আরো পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ করে জনবান্ধব বাজেট তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ, পূর্ত্ত বিভাগ, বৈদ্যুতিক শাখা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখাসমূহ
৩	কেসিসি'র ৩১জন আদায়কারীর মাধ্যমে প্রতি ওয়ার্ডে নির্মিত নতুন বাড়ি, বর্ধিত ভবন, ক্লিনিক বা ডায়গনষ্টিক সেন্টার, কোচিং সেন্টার, বে-সরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদির তালিকা তৈরি পূর্বক তাদেরকে ট্যাক্সের আওতায় এনে কেসিসি'র আয় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও মশার উপদ্রুপ দূরীকরণে সংশ্লিষ্টদের আরো আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা
৫	খুলনা সিটি কর্পোরেশনে মাননীয় মেয়র মহোদয় কর্তৃক ২৭/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম এর উদ্বোধন হওয়ায় এখন থেকে কেসিসিতে অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যারা অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম বুঝবে না তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হেল্প-ডেস্ক স্থাপন করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ, লাইসেন্স (বাণিজ্য) শাখা ও আই.টি শাখা

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬	লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট এর আওতায় নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) হাউজিং এস্টেট ব্লক-বি, রোড নং-৩-বাস্তহারা (ওয়ার্ড নং-৯) (২) হাউজিং সি-ব্লকের রোড নং-৭ এর উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-৯) (৩) হাউজিং ডি-ব্লকের রোড নং-৭ এর উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-৯) (৪) মুজগুন্নি আবাসিক এলাকার ১৫নং রোড এর উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-১৪)। (৫) পালপাড়া মেইন রোড (ওয়ার্ড নং-১৫) (৬) বয়রা মেইন রোডের বাকি অংশ (লোকাল কলোনি গেট থেকে মুজগুন্নি মহাসড়ক পর্যন্ত) (ওয়ার্ড নং-১৭) (৭) বয়রা আর্ট কলেজ রোড মেরামত (ওয়ার্ড নং-১৭) (৮) ইসলামপুর রোড মেরামত (শান্তিধামের মোড় হতে আরাফাত মসজিদ পর্যন্ত) (ওয়ার্ড নং-২৭) (৯) দফাদার পাড়া মেইন রোড ড্রেনসহ মেরামত (ওয়ার্ড নং-৫) (১০) নিউ মার্কেট বাজার রোড মেরামত (ওয়ার্ড নং-১১) (১১) নিরালা আ/এ ২২নং রোড (ওয়ার্ড নং-২৪) (১২) নিরালা আ/এ ১৯নং রোড (ওয়ার্ড নং-২৪) (১৩) মতিয়াখালী মেইন রোড (ওয়ার্ড নং-৩১) (১৪) ক্ষেত্রখালী পূর্ব খাল পাড় রোড (ওয়ার্ড নং-৩১) (১৫) ক্ষেত্রখালী পশ্চিম খাল পাড় রোড (ওয়ার্ড নং-৩১) (১৬) মতিয়াখালী খালপাড় রোড (হাইস্কুল হতে ওয়েস্ট সার্কুলার রোড পর্যন্ত) (ওয়ার্ড নং-২৮) (১৭) বি,কে রায় রোড ও শেরে বাংলা রোড সংযোগ সড়ক (শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয় রোড) (ওয়ার্ড নং-২০) (১৮) কেশব লাল রোড (ওয়ার্ড নং-০৬) (১৯) খালিশপুর ২৭২ নং রোড (ওয়ার্ড নং-১০) (২০) দিঘীর পূর্ব পাড় বাইলেন মেরামত (মহিলা মাদ্রাসার বিপরীত পাশে) (ওয়ার্ড নং-০১) (২১) দিঘীর পশ্চিম পাড় মেইন রোড মেরামত (ওয়ার্ড নং-০১) (২২) দিঘীর পূর্ব পাড় মেইন রোড ড্রেনসহ মেরামত (ওয়ার্ড নং-০১) (২৩) শেখপাড়া বাজার মেরামত (২৪) মুজগুন্নি বাস্তুহারা বাজার মেরামত (২৫) ময়লাপোতা কেসিসি সন্ধ্যা বাজার উন্নয়ন।	পূর্ত বিভাগ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৫.০০৮.২৪-৭৮২ (২৩) তারিখ- ২৭ / ৬ /২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৮। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র সদস্য (সকল)।
৯। Ms. Naoko ANZAI, the Chief Advisor of C4C-2, JICA, Bangldesh.
১০। সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১১। আই.টি ম্যানেজার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১২। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন